দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 9 MAY 2003

গণশিক্ষার নামে টাকাটাই পানিতে

২৮ বছরে ব্যয় হয়েছে দু'হাজার কোটি টাকা ॥ উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার হাল!

সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী

গণশিক্ষা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন নামে গত ২৮ বছরে দেশে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। একের পর এক জেলা নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু দেশে সার্বিক সাক্ষরতা ও জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে যৎসামান্য। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ছলে নিরক্ষরতা থেকে এককেটি জনপদকে যে উপায়ে মুক্তি দেয়া হচ্ছে, তার পিছনে রয়েছে বিশাল ফাঁকি! এদিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামীকাল শনিবার সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছেন।

কোটি কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। শিক্ষা খাতে কর্মরত একটি নেতৃস্থানীয় এনজিওর শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচিতে টিএলএম মানে 'টোটাল লস অব মানি' (পুরো টাকাটাই জলে যাওয়া)। শিক্ষা খাতে কর্মরত অন্যতম খ্যাতনামা এনজিও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক এহসানুর রহমান বলেছেন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সাক্ষরতার হার নির্ধারণে কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু কর্মসূচী ঠিক ঠিক বাস্তবায়িত হলে এর সামাজিক প্রভাব ভাল এবং ব্যাপক।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নতুন ধারণা বলে মনে করা হলেও এই অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগের ইতিহাস প্রায় ৮০ বছরের। ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯২৬ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১২টি পানায়

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি পোস্টার

গণশিক্ষার নামে

(প্রথম পাতার পর)

১৫০টির মতো নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এ কার্যক্রমের গতি নষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালের দিকে মার্কিন সহায়তায় ভি-এইড কর্মসূচীর আওতায় পুনরায় শুরু হয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৬৩ সালে কুমিল্লা বার্ডের আশপাশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময় ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ব্যাপক আকারে সাক্ষরতা কার্যক্রম চালানোর সুপারিশ করা হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে শুরু হয় গণশিক্ষা ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী। ১৯৯১ সালে শুরু হয় সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর। সার্বিক সাক্ষরতার জন্য আগে বয়স্ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও সময়ের সঙ্গে এ ধারণা বদলে গেছে। এখন বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়াও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরেপড়া এবং দরিদ্র পরিবারের মানুষদের এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে কর্মসূচীগুলো চলছে, এর ফলই বা কি– এ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে আজকাল।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান অবশ্য জনকণ্ঠকে বৃহস্পতিবার বলেছেন, এককেটি জেলায় সবাইকে নয়, সাক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদের মধ্যে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নারী-পুরুষদের সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু প্রথাগত লেখাপড়াই নয়, জীবনমুখী নানা ধরনের শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে।

একটি কেন্দ্রের হাল

গ্রামের নাম কুমারগাতা, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ। কেন্দ্রের নাম–ইউনুছ মাস্টারের বাড়ি। কেন্দ্রের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে একটি এনজিওর মাধ্যমে। তদারক করছে অন্য একটি এনজিও– দোচালা একটি টিনশেড ঘরে কয়েকটি বেঞ্চ, একটি করে চেয়ার-টেবিল। নানা বয়সের ১৫ মহিলা শিক্ষার্থী ও এক শিক্ষক কর্মব্যস্ত। আকাশে মেঘের গর্জন শুনে বিনা বাধায় বের হয়ে গেল কয়েকজন। আবার ক'জন ঢুকে পড়ল একই কায়দায়। সবার চোখেমুখে অজানা কৌতূহল স্পষ্ট। এই হচ্ছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি কেন্দ্র। প্রকল্পের নাম– মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প। কুমারগাতা ইউনিয়নের ২১ গ্রামে মানুষ আছে ৬০ হাজার। কিন্তু তাদের সাক্ষর করতে কেন্দ্র খোলা হয়েছে মাত্র দু'টি! 'জাগ্রত ময়মনসিংহ' প্রকল্পের আওতায় যাঁরা মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্পন্ন করেছেন, 'সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্পে'র সুবিধা তাঁদেরই পাওয়ার কথা। ইউনুছ মাস্টারের বাড়ি কেন্দ্রে এসেছেন ফজিলা, ইয়াসমিন ও আমেনা। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২৫, ৪০ ও ৪২ বছর। এই কেন্দ্রে সাক্ষরতা কর্মসূচী শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। ফলোআপ কর্মসূচী শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে। মাঝে চর্চা ছিল না বলে পড়া কি গণনা, তেমন কিছুই ভালভাবে মনে নেই বলে জানালেন তাঁরা। তার পরও কেন্দ্রে আসা-যাওয়া চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলে পড়েও এই কেন্দ্রে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে আছিয়া, বিউটি ও রুমা। আছিয়া পড়েছিল সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। ক্লাস চলছিল। হাজিরা খাতায় উপস্থিতি ছিল ১৮ জনের। কিন্তু গুনে মিলল ১৫ জন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ অনেক। শিক্ষক-শিক্ষিকা আসেন সপ্তাহে ৩/৪ দিন। যদিও শিক্ষিকা জেসমিন জানিয়েছেন, তিনি সপ্তাহের ৫ দিন আসেন। পুরুষ শিক্ষার্থীদের অভিযোগের অন্ত নেই। রাতের শিফটে শিক্ষক আসেন খেয়ালখুশিমতো। কেন্দ্রে বাতি জ্বালাতে কেরোসিন কিনে দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। হারুন মিয়া (৩৫) জানান, কেন্দ্রে রেডিও-টিভি আছে, কিন্তু ব্যাটারির অভাবে চলে না। দৈনিক দু'টি জাতীয় পত্রিকা দেয়ার কথা থাকলেও একটি পত্রিকা দেয়া হয়, তাও মাঝেমধ্যে। শিক্ষা উপকরণ দেয়ার ক্ষেত্রেও চলে টালবাহানা। কুমারগাতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান অতুল জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে গত চার মাসে তিনি কোন চিঠি পাননি! অথচ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প মনিটরিংয়ে যে কমিটি রয়েছে, তাতে তিনি সদস্য।